ফুরফুরা শরীফের জনাব হজরত শাহ সুফী মাওলানা মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী পীর কেবলা সাহেবের (রহ :)

অসিয়তনামা

বর্তমান সময়ে ঈমান বাঁচাইয়া রাখা খুব সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। আশরাফোল মখলুকাত খাতেমুন্নাবিয়ীন হজরত মোহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ও সাল্লাম শেষ নবী ও তাঁহার পর আর নবী হইবে না। ইহার উপর ঈমান কায়েম রাখিবেন।

কলেমা তৈয়েবাঃ لا اله الا الله محمد رسول الله ('লাএলাহ-ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।') অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কেহই মাবুদ নাই, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আল্লাহ্র রসুল।

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده ورسوله।

‘আশ্হাদো আ’ল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহ্দাহু লা শারিকা লাহু, ওয়াশহাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু অ-রাসুলুহ। অর্থাৎ ‘আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত কেহই মাবুদ নাই, তিনি অদ্বিতীয় অংশীবিহীন, আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হজরত মোহম্মদ মোস্তফা আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।” ইহার উপর ঈমান কায়েম রাখিবেন। ইহার বিপরীত কোনকিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। যদি কেহ উক্ত কলেমাসমূহ পরিবর্তন করে, সে বেঈমান ও কাফের হইয়া যাইবে।

(২) জীবিত কি মৃত পীরের সুরাত হাজের নাজের জানিয়া ধেয়ান করা হারাম, যাহারা করে তাহারা বে-ঈমান।

(৩) পুত্র-কন্যাদিগকে দীনি এলেম শিক্ষা দিবেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার যাবতীয় বৈধ হুনুর হেকমত (শিল্প) ও ভাষা, ইংরেজী, বাংলা ইত্যাদি শিক্ষা দিবেন ও যাহাতে সর্বসাধারণ শিক্ষিত হইতে পারে তার জন্য ইসলামিক কলেজ, ইসলামিয়া মাদ্রাসা, জুনিয়ার, সিনিয়ার মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদি ও মধ্যে মধ্যে দুই একটি হাদিস তফসিরের দাওরা খুলিয়া হাদিস তফসির পড়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এবং পাক কোরআন শরীফ তাজবিদ অনুযায়ী পড়িতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

(8) স্ত্রী, কন্যা, মা, ভগ্নীদিগকে পর্দায় রাখিবেন। কন্যাদিগকে শিক্ষাদানকালেও পর্দায় রাখিয়া স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বা মহরম ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষা দিবেন। যাহারা স্ত্রী, কন্যা, মা ও ভগ্নীকে বেপর্দায় রাখিবে, তাহারা দাইয়ুস হইয়া জাহান্নামে যাইবে। পর্দা করা ফরজে- আয়েন। ইহার প্রতি যাহারা ঘৃণা করিবে, তাহারা বে-ঈমান। উহাদের মতের উপর ধিক্কার দিবে।

(৫) আমার মতে যাবতীয় চাকুরীর উপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা করায় বাধা নাই। যে চাকুরী শরিয়ত অনুযায়ী জায়েজ, তাহা করিবে, কিন্তু হালাল উপার্জন ও সুন্নত মোতাবেক পোষাক ইত্যাদি ও রোজা নামাজ ঈমান ঠিক রাখিয়া করিবে।

(৬) সুদ খাওয়া হারাম, কম হউক কি বেশী হউকঃ বিশেষ ওজর ব্যতীত সুদ দেওয়াও হারাম। সুদ দেওয়া ও সুদ খাওয়া একই প্রকার গোনাহ। সুদের টাকা আনিয়া কারবারও করিতে নাই। সুদখোরের দাওয়াত খাওয়া, তাহার দান খয়রাত গ্রহণ করা হারাম। যে সুদের মাল খাইবে, তাহার কলব (অন্তর) অন্ধকার হইয়া যাইবে। সে জেকরের আস্বাদ পাইবে না । সুদখোর তওবা করিলেও তাহার বাড়ীতে বৎসর কাল মধ্যে খাইতে নাই। যদি কোন সুদখোর তওবা করিয়া সুদের (সমস্ত) মাল ফেরৎ দেয়, তবে তাহার বাড়ীতে তৎক্ষণাৎ খাইতে পারে। আর তওবা করিয়া সুদ ফেরৎ না দিলে, তাহাকে বৎসর কাল পর্যন্ত দেখিতে হইবে, সে সুদ হইতে পরহেজ করে কি না। যদি সুদ আর না খায় ও তাহার মাল অর্দ্ধেকের বেশী হালাল থাকে, এক্ষেত্রে যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে,

হালাল মাল দ্বারা খাওয়াইবে, তবে তাহার দাওয়াত খাওয়া জায়েজ হইবে। সুদখোরের পৌণে ষোল আনা হালাল মাল থাকিলেও তওবা করিয়া এস্তেকামত না করা পর্যন্ত তাহার বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া জায়েজ নহে, যেহেতু সেও ফাসেক মো’লেন (প্রকাশ্য ফাসেক)। সুদখোরকে তওবা করানো মাত্রই তাহার বাড়ীতে খাইলে ও খয়রাত লইলে, হেদায়েত হওয়া দূরের কথা বরং সুদখোর আরও শক্ত সুদখোর হইবে, অতএব যদি কেহ সুদ খায়, কিংবা সুদখোরের দাওয়াত খায় ও খয়রাত লয়, সে যেন আমার মুরিদ বা খলিফা বলিয়া পরিচয় না দেয় । তাহার নিকট কেহ মুরিদ হইবেন না ।

(৭) মেয়ের সাচকের (পণের) টাকা খাইবে না। যে ব্যক্তি খাইবে ও তারদ্বারা জেয়াফত করিবে, তাহা হারাম। এই জেয়াফত যাহারা খাইবে, তাহাদের হারাম খাওয়ার গোনাহ্ হইবে ।আমার খলিফাদের মধ্যে যদি কেহ সুদখোরের বাড়ী কিংবামেয়ের পণের (সাচকের) টাকা দ্বারা জেয়াফতকারী ও গ্রহণকারীর বাড়ীতে খাইবে, তাহার নিকট কেহ মুরিদ হইবে না। এইরূপ-ব্যক্তি আমার খলিফা হউক, অথবা অন্য অন্য পীরের খলিফা হউক, তাহাদের নিকট মুরিদ হইবে না ।

(৮) ভাই, ভগ্নী ও অংশীদারগণের অংশ ফারায়েজ অনুযায়ী ভাগ করিয়া দিবে। যদি তাহাদিগকে দেওয়া অসম্ভব হয়, তবে উহার মূল্য দিয়া হউক, বা যে কোন প্রকারে হউক সন্তুষ্ট করিয়া দাবী ছাড়াইয়া লইবে। নচেৎ খোদার নিকট দায়ী থাকিবে। টাকার হউক, কথার হউক, দাবীদারের নিকট মাফ লইবে। যদি দাবীদার মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া থাকে তবে টাকা পয়সা তাহার ওয়ারিশগণকে দিবে।
কথা ইত্যাদির মাফের জন্য নামাজ পড়িয়া সেই মৃতের রুহের উপর ছওয়াব রেসানি করিবে। আর খোদার নিকট ক্ষমা চাহিবে। প্রথম বিবাহ ও দ্বিতীয় বিবাহের পুত্রকন্যাদের অংশের মধ্যে ফারায়েজ অপেক্ষা কম বেশী করিয়া দিলে, খোদার নিকট দায়ী থাকিবে।

৯) আমি যে কাদরিয়া চিশতিয়া নাকশবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকা সম্বন্ধে সবক ও তা'লিম দিয়া থাকি ও দিয়াছি, সেই মোতাবেক সকলে কায়েম থাকিবেন। উহা হজরত পীরান পীর শাহ আব্দুল কাদির জিলানী সাহেবের ও মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রঃ)-র কেতাব অনুযায়ী করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত মাওলানা শাহ কারামত আলি মরহুম মগফুর সাহেবের মা'রেফাতের কেতাবগুলি সকলে সর্বদা দেখিতে থাকিবেন। তিনি আমার দাদা পীর হজরত মাওলানা শাহ নুর মোহম্মদ মরহুম মগফুর সাহেবের - পীর ভাই ছিলেনঃ অতএব আমরা এক তরিকাভুক্ত।

(১০) আমার খলিফা মুরিদের মধ্যে যদি কেহ কোরআন, হাদিস ও ফেকাহসমূহের বিপরীত অর্থাৎ শরিয়তের বিপরীত কোন মত প্রকাশ করে, তবে তাহা কেহ মানিবেন না। যদি কেহ আমার খলিফা ও মুরিদ দাবি করিয়া আমার অসিয়তের বিপরীত চলে, তবে কেহ তাহাকে আমার মুরিদ বা খলিফা মনে করিবেন না ও তাহার নিকট মুরিদ হইবেন না ।

(১১) হিন্দুর পূজা পার্বণে, মেলা তিহারে ও গান বাজনার স্থানে সাহায্য করিবেন না ও উহাতে যাইবেন না। পূজায় পাঁঠা, কলা, ইক্ষু, দুধ ইত্যাদি বিক্রয় করিবেন না। ভেট দিবেন না, দিলে গোনাহ কবিরা হইবে।

(১২) কেহ প্রকাশ্য ফাসেকের দাওয়াত কবুল করিবেন না এবং তাহাকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবেন না; যথা-বেনামাজি, কেননা প্রত্যহ বেতরের নামাজে পড়া হয়, 'নাতরোকো মাঁ ইয়াফজোরাকা' অর্থাৎ আমরা ফাসেক ফাজেরের সহিত চলিব না।

(১৩) কেহ দাড়ী মুণ্ডন করিবেন না, এক মুষ্টির কম হয় এমন খাটো করিবেন না, লম্বা মোচ রাখিবেন না। ফ্রান্সকাট, টেরি বা ঢাকাইয়া ছাট ছাটিবেন না। কাছা দিয়া কাপড় পরিবেন না। কোট, প্যান্ট, নেকটাই ইত্যাদি বিজাতীয় পোষাক ব্যবহার করিবেন না । সুন্নত মোতাবেক পোষাক লইবেন ও খালী মাথায় চলিবেন না। টুপী, পাগড়ী, লুঙ্গী, পায়জামা ও লম্বা কোরতা ব্যবহার করিবেন। আচকান, চোগা ইত্যাদি মোবাহ পোষাক ব্যবহার করাও জায়েজ। বড়ই পরিতাপের বিষয়, নাসারা হিন্দু ও অন্যান্য গয়ের কওম তাহাদের জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করে না। আর আমাদের কওমের কতক লোক বর্তমান যাত্রার সংসাজিক লজ্জা বোধ করে না। কখন দাড়ী মুণ্ডন করে, হ্যাট পরে, খালী মাথায় কাছা দিয়া রাস্তায় বেড়ায়, কখন টুপি মাথায় না দিয়া লুঙ্গি পরিয়া থাকে। আমি দোয়া করি, আল্লাহ আমার মুসলমান ভাইদের ঈমান কায়েম রাখেন ও শরিয়তের খেলাফ পোষাক হইতে রক্ষা করেন।

(১৪) তাস, পাশা, ফুটবল, ব্যাটবল ইত্যাদি, ঘোড়া দৌড়, মহিষ ও গরুর লড়াই বা প্রাণীর লড়াই খেলার নিয়তে দিবে না ও করিবে না। যদি কোথাও ঐরূপ লড়াই হয় তথায় যাইবে না; উহা হারাম। আত্মরক্ষার জন্য ঘোড়দৌড়, লাঠিখেলা শিক্ষা, তলোয়ার ভাঁজা, তীরন্দাজী শিক্ষা মাসের মধ্যে ২/৩ দিন তালিমের জন্য করা জায়েজ হইবে; কিন্তু হাঁটুর নীচে পর্যন্ত পায়জামা পরিবে, নামাজের ওয়াক্তে নামাজ পড়িবে; ঐ শিক্ষাকালে বাজী ও বাজনা না রাখিয়া শিক্ষা করা জায়েজ আছে। কিন্তু ঈদ, বকরাইদ, শবে-বরাত, মহরম ইত্যাদিতে না করে। করিলে, এবাদতের ক্ষতি হইবে।

(১৫) বিবাহে বারুদ পোড়ান, লাঠি খেলা, কলের গান, সুর দিয়া পুথি পড়া ইত্যাদি কার্য করিবে না। ফজুল ভাবে অর্থ ব্যয় করিবে না, ইহা হারাম।

(১৬) যথাশক্তি ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প কার্য ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া হালাল উপার্জন করিবে। খয়রাত গ্রহণ করার উপর নির্ভর করিবে না। শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যের নিকট খয়রাত চাহিয়া লওয়া হারাম। আলেমের এলম, পীরের পীরত্ব যেন খয়রাত পাওয়া উদ্দেশ্যে না হয়। আলেম ও পীরগণ আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াজ নসিহত করিবেন। কাহারও নিকট ইশারা বা ইঙ্গিত দ্বারা অথবা অন্যের সাহায্যে খয়রাত আদায় করিবেন না; উহাও হারাম । যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া দেন, তবে তাহা লওয়া জায়েজ আছে।

(১৭) আলেম সাহেবদের নিকট আমার বিনীত আরজ এই যে, আপনাদের মধ্যে যদি মসলা লইয়া এখতেলাফ বা মতভেদ হয়, তবে একত্রে বসিয়া কেতাবসমূহ লইয়া মতভেদ মীমাংসা করিয়া সর্বসাধাণের নিকট সহিহ মত প্রকাশ করিবেন। যাবৎ পর্যন্ত ঐরূপ আলেম সাহেবদের একতা না হইবে, তাবৎ পর্যন্ত আলেম সমাজে দলাদলি থাকিলে, অচিরে সমাজ বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে ।

(১৮) যদি কোন আলেমের মত কোনরূপ কেতাবের খেলাফ বিজ্ঞাপনে না বাজে লোকের মুখে দেখিতে ও শুনিতে পান, তবে যতক্ষণ নিজে তাঁহার লিখিত মত বলিয়া কিম্বা তাঁহার মৌখিক কথা বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার উপর কোন প্রকার এস্তেহার ও ফতোয়া প্রকাশ করিবেন না। অনেক স্থানে মুসলমানদিগের ঈমান বিনষ্ট করিয়া বহুসংখ্যক · ইমানদার মুসলমানদিগের ঈমান বিনষ্ট করিয়া মহাগোনাহগার হইয়াছে ও হইতেছে। আলেম ও পীর ছাহেবগণ সাবধান থাকিবেন, শয়তান জীবিত আছে। সে পীরে পীরে ও আলেমে আলেমে বিবাদ ও দলাদলি লাগাইয়া ইসলামকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে। আল্লাহ্ পানাহ দেন।

(১৩) কেহ দাড়ী মুণ্ডন করিবেন না, এক মুষ্টির কম হয় এমন খাটো করিবেন না, লম্বা মোচ রাখিবেন না। ফ্রান্সকাট, টেরি বা ঢাকাইয়া ছাট ছাটিবেন না। কাছা দিয়া কাপড় পরিবেন না। কোট, প্যান্ট, নেকটাই ইত্যাদি বিজাতীয় পোষাক ব্যবহার করিবেন না । সুন্নত মোতাবেক পোষাক লইবেন ও খালী মাথায় চলিবেন না। টুপী, পাগড়ী, লুঙ্গী, পায়জামা ও লম্বা কোরতা ব্যবহার করিবেন। আচকান, চোগা ইত্যাদি মোবাহ পোষাক ব্যবহার করাও জায়েজ। বড়ই পরিতাপের বিষয়, নাসারা হিন্দু ও অন্যান্য গয়ের কওম তাহাদের জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করে না। আর আমাদের কওমের কতক লোক বর্তমান যাত্রার সংসাজিক লজ্জা বোধ করে না। কখন দাড়ী মুণ্ডন করে, হ্যাট পরে, খালী মাথায় কাছা দিয়া রাস্তায় বেড়ায়, কখন টুপি মাথায় না দিয়া লুঙ্গি পরিয়া থাকে। আমি দোয়া করি, আল্লাহ আমার মুসলমান ভাইদের ঈমান কায়েম রাখেন ও শরিয়তের খেলাফ পোষাক হইতে রক্ষা করেন।

(১৯) কেহ গান বাজনা করিবেন না ও শুনিবেন না। আল্লাহ ও রাসুলের তা'রিফ কবিতা গজলে পড়িতে পারে কিন্তু এলমে অরুজির ওজনে পড়িবে, এলমে মুসিকির ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিণী সহকারে পড়া হারাম। এলমে অরুজির সহিত পড়িতে হইলেও ৫টি শর্ত পালন করিতে হইবে- যথা- মেয়েলোক মজলিসে না থাকে ইত্যাদি।

গজল পাঠ বা ইসলামী সঙ্গীত পাঠ
দুই ধরনের

এলমে মুসিকি (রাগ রাগিনী সুরে)	এলমে উরুজি (বিনা রাগ-রাগিনী মিষ্ট স্বরে)
এই সুরে পড়া হারাম	এই সুরে পড়া পাঁচটি শর্তে জায়েয

শর্ত এক : গজল পাঠকারী ও শ্রোতাদের মধ্যে কোন দাড়ীবিহীন না হয় ।
শর্ত দুই : উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁহাদের তুল্য দরজার লোক ছাড়া অন্য লোক না থাকে। ফাসেক দুনিয়াদার ও স্ত্রীলোক না থাকে।
শর্ত তিন : গজল পাঠকারীর নিয়ত খাঁটি হতে হবে, বেতন ও খাদ্য গ্রহণের লোভ থাকবে না।
শর্ত চার : খাদ্য ও স্বার্থের আকাঙ্খায় তারা গজল পাঠ করতে না দাঁড়ায়।
শর্ত পাঁচ : জ্ঞানহীন অবস্থায় গজল পাঠ করতে দাঁড়ানো যেমন কাওয়ালী পাঠকারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এমনটি না হয় এবং সত্য ভাব ছাড়া অজদ (জজবা) প্রকাশ না হয়।

(২০) বর্তমানে যে বাজে লোক মসনবী শরীফ এলমে মুসিকীর ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিণী সহকারে পড়িয়া থাকে। ইহা জায়েজ নাই, তথায় যাইবে না। যদি কেহ তথায় গিয়া থাকে, তবে তথা হইতে উঠিয়া যাইবে। মসনবী শরীফ এলমে অরুজীর সহিত অর্থাৎ বিনা রাগ-রাগিণী মিষ্ট স্বরে পড়িতে বাধা নাই।

(২১) মাথায় এরূপ লম্বা চুল রাখিবে না যে, তাহা মেয়ে- লোকের ন্যায় হয়। বাবরী সুন্নত মোতাবেক রাখিতে পারে। বাজে নাদান ফকিরেরা লম্বা চুল রাখে, উহা হারাম। বাবরী রাখিতে হইলে, স্কন্ধ পর্যন্ত চুল কাটিয়া খাটো রাখিবে, মহাড়ার নীচে না পড়ে। মহাড়ার নীচে চুল লম্বা হইলে স্ত্রীলোকের ন্যায় হয়। উহা হারাম। উহার প্রতি খোদাতায়ালার লা-নত পতিত হইবে।

(২২) সওয়াব রেসানি করিয়া কেহ সওয়াব করিয়া কিছু লইবে না, উহা হারাম। যদি কেহ আল্লাহর ওয়াস্তে মৃতের খতম পড়ে আর পড়ানেওয়ালা লিল্লাহ কিছু দেয়, এক্ষেত্রে লওয়া দেওয়া জায়েজ আজে। বর্তমান জামানার কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফ শিক্ষা দিয়া ও আজান দিয়া ও এমানতি করিয়া, খতম তারাবী পড়িয়া, ঝাড়ফুঁক দিয়া মজুরি লওয়া জায়েজ আছে।

(২৩) ওয়াজ নসিহত আল্লাহর ওয়াস্তে করিবে। কিছু লিল্লাহ দিলে, লওয়া জায়েজ আছে। বাজে স্থানের লোকেরা ভালমন্দ সুদখোর ঘুষখোর ইত্যাদির চাঁদা জমা করিয়া ওয়াজ-কারীদিগকে দেয়, উহা না-জায়েজ। হালাল মাল দিয়া দিলে, লইতে কোন দোষ নাই ।

(২৪) যে যে স্থানে থাকেন, জামায়াতে নামাজ পড়িবেন। জুমা ও ঈদ পড়িবেন। মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ ব্যতীত সকল স্থানে আখেরে জোহরের নামাজ পড়িবেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তিন জুমা তরক করিবে, সে ব্যক্তি মালা'ঊন।

(২৫) অনেক স্থানে দেখা যায়, পীরের ছেলে কিছু জানুক বা না-জানুক পীর সাজিয়া বসে ও মুরিদ করিতে থাকে। অন্য কোন ভাল পীরের নিকট সাধারণকে যাইতে নিষেধ করে। আমার ভয় হয় আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্রদের মধ্যে ঐরূপ হইয়া পড়ে নাকি। অতএব, আমার পুত্রদের মধ্যে যাহারা শরিয়ত মোতাবেক আমল করিবে ও চলিবে এবং তালিম ও শিক্ষা দিবে, তাহাদের অনুসরণ করিবেন ।

(২৬) আমার বাড়ীতে বৎসরের ২১-২২-২৩শে ফাল্গুন তারিখ নির্দ্ধারণ করিয়া একটি ওয়াজের মজলিস করি। ঐ তারিখে আমার পীর কিংবা দাদা পীরের মৃত্যু হয় নাই। আমি জানি, আল্লাহ বলিয়াছেনঃ -

يا ايها الذين آمنوا قوانفسكم وأهليكم نارا

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদিগকে ও নিজেদের পরিজনকে অগ্নি হইতে রক্ষা কর।' এই আয়তের মর্ম অবলম্বনে, আমার বাড়ীতে দেশী-বিদেশী সকলকে আম দাওয়াত দিয়া বহু আলেম ওলামা, হাফেজ, কারী কর্তৃক ওয়াজ নসিহত করাইয়া ও নিজে করিয়া শরিয়তের হুকুম আহকাম জানাইয়া দেই। যদি কোন দেশে কোন মাসয়ালা লইয়া মতভেদ থাকে, তবে এই মহফেলে থাকিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া লন। এই মহফেলে প্রত্যহ প্রায় ২৫-৩০ হাজার লোক হাজির থাকে। ঐ তিন দিনের এক দিন ৬০-৭০ খতম কোরআন শরিফ, ছুরা এখলাস ও ফাতেহা, কলেমা ইত্যাদি পড়ান হয়। এই সমস্তের সওয়াব হজরত নবি (সাঃ)-এর ও যাবতীয় অলি আওলিয়া, গওস, কুতুব ও যাবতীয় মোসলমানের রুহের উপর সওয়াব রেসানি করা হয়। এই জন্য এই মহফেলের এক নাম ইসালে সওয়াব। যদি কেহ এই মহফেলকে (প্রচলিত) ওরোস বা অন্য কিছু বলে, তবে তাহা কেহ শুনিবেন না। এই মহফেল যাহাতে আল্লাহ কায়েম রাখেন, তাহার চেষ্টা আমার পুত্রগণ, খলিফাগণ ও মুরিদগণ করিবেন। খলিফাগণের মধ্যে যদি কাহারও বাড়ীতে এইরূপ মহফেল করিতে কাহারও শক্তি হয়, তবে তিনি তাহা করিবেন। সাবধান! কেহ যেন 'অর্থের লোভে বা অন্য কোরূপ মান মর্যাদার জন্য না করেন। বিশুদ্ধ হেদাএতের নিয়তে করিলে, বহু নেকী পাইবেন। আরও সাবধান থাকিবেন যে, যেন এই মহফেলে কোন প্রকার বেদয়াত ও হারাম কার্য্য বা নামাজের জামায়াত তরক না হয়। বাজে তামাসা ইত্যাদি না হয়। যদি কেহ উহা করে, তবে আমি তাহার প্রতি দাবী রাখিব।

(২৭) বাজে পীরের দরবারে অমাবস্যা, পূর্ণিমা বা পীরের মৃত্যুর তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া 'ওরস' ইত্যাদি হইয়া থাকে। এমনকি জামায়াতে নামাজ পড়া হয় না, তথায় মেয়েলোক যায়, তাহারা হালকা করে ও বেপর্দা চলে, উহা হারাম।ঐরূপ মজলিসে কেহ যাইবেন না, যেরূপ সুরেশ্বর, মাইজ ভাণ্ডার ইত্যাদি স্থানে আছে। ঐভাবের 'ওরস' করা বেদয়াত ও হারাম।

(২৮) এমন জলি জেকর করিবে না যাহাতে নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয়, কোরআন শরিফ ও নামাজ পড়ায় বিঘ্ন ঘটে।

(২৯) 'জোয়াল্লিন' ও 'দোয়াল্লিন' সম্বন্ধে যে স্থানে স্থানে মতভেদ আছে তৎসম্বন্ধে আমার মত এই যে মক্কা শরিফ ও মদিনা শরিফের মোহাক্কেক আলেমগণ যেরূপ দোয়াল্লিন পড়ে আমিও তদ্রূপ পড়ি। দাল, জাল দ্বারা পড়িলে, নামাজে ফতুরি আসিবে, কিন্তু যে ব্যক্তির চেষ্টা করা সত্ত্বেও মাখরাজ আদায় না হয়, তাহার জন্য মাফ।

(৩০) কেহ জমি কট রাখিবে না, জায়সুদী ইত্যাদি দ্বারা কেহ সুদ খাইবে না ও জুলুম করিবে না।

(৩১) নিজের হাতে নাড়িকাটা শরিয়তে কোন বাধা নাই ইহা হজরত আদম (আঃ)-এর সুন্নত হইতেছে। এই নাড়িকাটাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিলে, হজরত আদম (আঃ)-কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়। ইহাতে ঈমান যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

(৩২) কেহ আপনাকে মারফতি ফকির মনে করিয়া গরুর গোস্ত, মৎস্য ও কোন হালাল প্রাণী জবেহ করা ও খাওয়া নিষেধ করে, ইহা কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফের খেলাফ। যাহারা হালাল প্রাণী জবেহ করিতে ও খাইতে ঘৃণা করে, তাহারা কোরআন শরিফের বিপরীত কার্যকারী, কাজেই তাহারা বে-ঈমান ।

(৩৩) হানাফী, মালিকি, হাম্বলী ও শাফিয়ি এই চারি মজহাবের কোন মজহাব এহানাত করিবেন না। আমি হানাফী, আমার মুরিদগণও হানাফী। শিয়া, রাফেজী, খারিজি ইত্যাদিদের আকিদা বাতিল ও হারাম। চোর মজহাব নহে, চারের মজহাব। চারের মজহাবই হাদিস, কোরআন ও ফেকাহ শরীফ হইতেছে। ফেকাহ শরীফ, কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফের অনুবাদ (তরজমা) মাত্র। যাহা কোরআন শরীফ ও হাদিস শরিফে স্পষ্টভাবে নাই, তাহারই খোলাসা (মূল মর্ম) ফেকাহ হইতেছে। অতএব, এই চারের মজহাবকে যে এহানত (অবজ্ঞা) করিবে, সে কাফের হইবে কেননা ইহাতে কোরআন শরিফ ও হাদিস শরিফকে অবজ্ঞা করা হয়। নবি সাহেবের জামানা হইতে আজ পর্যন্ত সকলেই (আহলে হাদিস ওয়াল কোরআন) হইতেছে যে আহলে হাদিস ওয়াল কোরআন হইবে, তাহার আমল চারের কোন এক মজহাবের সহিত মিলিবে।

(৩৪) মিলাদ শরিফে কেয়াম করা মোস্তাহছান। যদি কেহ মৌলুদ শরিফ পাঠকালে কেয়াম করে, তবে কেহ তাহাকে জবরদস্তি করিয়া বসাইবেন না। যদি কেহ বসিয়া তওল্লুদ শরিফ পড়ে, তবে তাহাকেও কেহ জোর করিয়া উঠাইবেন না। সামান্য মোস্তাহছান বিষয় লইয়া কেহ দলাদলি করিয়া বিভক্ত হইবেন না। কেয়াম করা আমি ভালই, মনে করি। কেয়ামের মসয় কেহবা বসিয়া থাকে, কেহবা দাঁড়ায়, ইহা ভাল নহে। তৎপ্রতি খেয়াল রাখিবেন, কিন্তু কেয়াম মোস্তাহসান সুন্নতে উম্মত ।

সুন্নত তিন প্রকার (১) সুন্নতে উম্মত, (২) সুন্নতে সাহাবা (৩) সুন্নতে নাবাবী!

(৩৫) এলমে-গায়েব আল্লাহতায়ালা হজরত নবি (সাঃ)- কে যতদূর জানাইয়া দিয়াছেন, ততদূর জানেন। গায়েবের মালিক আল্লাহতায়ালা, এইরূপ আকিদা রাখিবেন। হজরত (সাঃ) যে গায়েব জানেন; সেই গায়েবকে এলমে-হসুলি বলে ।

(৩৬) দাড়িরাখা, লম্বা কোরত পরা ইত্যাদি সুন্নত লেবাসকে যাহারা অবজ্ঞা করিবে, তাহারা বে-ঈমান হইবে, যেহেতু হজরত (সাঃ)-এর সুন্নতকে অবজ্ঞা করায় হজরত (সাঃ)-কে অবজ্ঞা করা হয়। হজরত (সাঃ)-কে যে অবজ্ঞা করে, সে কাফের হইবে।

(৩৭) কামেল পীরের নিকট মুরিদ হইলে, পীর যদি মরিয়া যায়, বেশরা হয়, বা দূর দেশবাসী হয়, আর তাঁহার নিকট যাইতে অক্ষম হয়, তবে কামেল পীর দেখিয়া মুরিদ হইয়া তা'লিম পাইত পারিবে, কিন্তু ভাল পীর থাকা সত্ত্বেও পীরকে অগ্রাহ্য ও অজ্ঞা করিয়া অন্য পীর ধরিলে, ঈমান যাইবার আশঙ্কা আছে ।

(৩৮) আমার মুরিদ ও মো'তাকেদদিগকে ও সকল মুসলমানকে বলিতেছি, যদি কোন ব্যক্তি শরিয়ত মোতাবেক আলেম কিংবা কামেল হয়, তবে তাঁহার ওয়াজ শুনিবেন, খাতের-দারী করিবেন, তাহাতে আমার কোন নিষেধ নাই। যদি কোন আলেম বা ওয়ায়েজ, ওয়াজের মধ্যে আল্লাহ ও রাসুলের প্রশংসা উপলক্ষে মসনবিয়ে রুমী ইত্যাদি এলমে মুসিকির ওজনে, অর্থাৎ রাগ রাগিণীসহ পড়ে, তবে তাহার মাহফেলে যাইবেন না। গেলে গোনাহগার হইবেন। যদি কেহ গিয়া থাকে, তবে তাহার কর্তব্য এই যে, তথা হইতে উঠিয়া আসে।

(৩৯) আমি আলেম ও শিক্ষিত লোকদিগকে মহব্বত ও তা'জিম করিয়া থাকি। আপনারাও তাজিম ও মহব্বত করিবেন। যে আলেম ও সাধারণ লোক শরিয়ত মোতাবেক চলেন, তাঁহাদিগকে কেহ তুচ্ছ জানিলে আল্লাহ্ তায়লা ও হজরত (সাঃ) নারাজ হইবেন, যেহেতু আলেমগণ নবিগণের ওয়ারিস।

(৪০) সকলে কুলু ব্যবহার করিবেন, স্ত্রী, কন্যা ও পরিজনদিগকে কুলু ইত্যাদি আমল করাইতে চেষ্টা করিবেন, যেহেতু কুলুখ ব্যবহার সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ।

(৪১) মাদ্রাসার তালেবোল-এলমদিগকে যথাশক্তি জায়গীর রাখিবেন ও সাহায্য করিবেন, কিন্তু দাড়ি মুণ্ডনকারী, এলবার্ট রাখা ও হুক্কা-বিড়িখোর তালেবোল এলম রাখিবেন না। পরহেজগার নামাজী তালেবোল-এলম রাখিবেন। শিক্ষক দিগেরও পরহেজগারী অবলম্বন করিতে হইবে। মাদ্রাসা স্কুল ও মক্তবে বদকার শিক্ষক রাখিতে নাই।

৪২) আমার খলিফা ও মুরনেগণের মধ্যে হাজার হাজার আলেম হাফেয ও কারী আছেন তাহারা আমার আদেশে বহু কেতাব ছপাইয়াছেন ও ছাপিতেছেন। আমি সকলের কেতাব সম্পূর্ণ দেখিতে পারি নাই। কাজেই যদি কাহারও কেতাবে শরিয়তের কোন খেলাফ মত লিখিয়া থাকেন, তবে তাহা কেহ আমল করিবেন না। বরং তাহার সংশোধনের জন্য তাঁহাকে জানাইয়া সংশোধন করিবেন।

(৪৩) এলম দুই প্রকার, এলনে-জাহের ও এলমে বাতেন। এলমে-জাহের শরিয়ত-কোরআন শরিফ, হাদিস শরিফ ও ফেকাহ শরিফ ইত্যাদি। শরিয়ত মোতাবেক আমল করাই তরিকত। তরিকত ব্যতীত মা'রেফাত হাকিকত হইতে পারে না। উহা মিথ্যাবৈ কিছুই নহে। শরিয়ত ছাড়িয়া যাহারা মা'রেফাত আমল করে তাহারা ফাছেক। শরিয়ত অনুযায়ী তরিকত, মারেফাত এবং হাকিকত শিক্ষা করা ফরজ। যাহারা সত্য তরিকত, মা'রেফাত ও হাকিকত অবজ্ঞা করে, তাহারা কাফের।

(৪৪) কদমবুসি জায়েজ আছে; পীরের পায়ে হাত দিয়া সেই হাতে তা'জিনের জন্য চুম্বন করা বেদয়াতে জায়েজ। মুখ দিয়া কদমবুসি করা সুন্নত। যদি পীর উপরে থাকেন, আর কেহ কদমবুসি করে, তবে জায়েজ হইবে।

(৪৫) আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কাহাকেও এবাদতের সেজদা করা কোফর। তাহিয়াতের সেজদা করা হারাম। এই হারামকে যাহারা মোবাহ জানে, তাহারা কাফের। নবি (সাঃ)-এর জামানের পূর্বে রুকুর নাম সেজদা ছিল, তজ্জন্যই নবি (সাঃ) বলিয়াছেন, 'যেন কেহ সালাম দিবারকালেও পূর্ব জামানার সেজদার ন্যায় মাথা নত না করে। 'যাহারা বর্তমানে তাহাইয়াতের (তাজিনের) সেজদা হালাল জানিয়া করে ও লয়, তাহারা কাফের হইবে।

(৪৬) মোরগ বাঁধিয়া খাওয়া সুন্নত। হজরত (সাঃ) উহা বাঁধিয়া রাখিয়া খাইয়াছেন। আমিও আমার মোতাকেদ ও সর্বসাধারণ ভাইদিগকে আদেশ করি। 'জাল্লালা' এ বাঁধিয়া খাওয়া মকরুহ তাহরিমি।
মোরগ না

(৪৭) হজরত (সাঃ) শেষ নবি, তাঁহার পরে কোন নবি হইবে না। যদি কেহ কোন সময় পয়গম্বরী দাবী করে, তবে সে মিথ্যাবাদী। (৪৮) বর্তমানে একদল ফকির বাহির হইয়াছে, তাহারা বাগদাদী সেজদা করে, তাহারা উত্তর দিকে সেজদা করিয়া ‘পীর সাহেব, পীর সাহে বলিয়া থাকে, উহা হারাম। উহা জায়েজ জানিলে, বেদীন হইতে হয়।

(৪৯) পীর খান্দানই যে পীর হইবে, এমত কথা কোন কেতাবে নাই। যিনি শরিয়ত ও মা'রেফাত ইত্যাদিতে কামেল হইবেন, তিনিই পীর হইতে পারিবেন, যে বংশেরই হউক না কেন।

(৫০) আমার মুরিদ মো'তাদেগণ, আমার আদিষ্ট দরুদ ও অজিফাসমূহ ও মোরাকাবা ইত্যাদি যথারীতি করিবেন। মিথ্যা কথা বলিবেন না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন না। পর্দা-পুশিদা মতে চলিবেন, সুদ ঘুষ খাইবেন না ও হারাম মাল খাইবেন না, হারাম কার্য যেমনঃ গান- বাজনা করিবেন না ও উহা শুনিবেন না। ঐ সকল হইতে পরহেজ না 'করিলে, কলব' বন্ধ হইয়া যাইবে। মা'রেফাতের কোন স্বাদ পাইবে না। শরিয়তের খেলাফ বলিয়া দাবী করিলে, খোদার নিকট দায়ী থাকিবেন। আমি ঐরূপ মুরিদ ও খলিফা চাহি না, তাহাদের নিকট কেহ মুরিদ হইবেন না ।

(৫১) কেহ শেরেক গোনাহ করিবেন না। যেমন- হিন্দুর পূজায় ভেট দেওয়া, পাঁঠা, কলা, দুধ ইত্যাদি বিক্রয় করা, দিকশূল, ত্র্যহস্পর্শ, শনি, রবিবার মানিতে নাই। কাহারও মাল হারাইয়া গেলে গণক বাড়ী গণাইতে যাইবে না। ধান-চাউলকে মালক্ষ্মী বলিবে না। দোয়া করি, আল্লাহতায়ালা মোসলমান ভাই-ভগ্নীদিগের ঈমান কায়েম রাখেন।

(৫২) বাজারের ভেজাল ঘৃত, দধি, মিষ্টান্ন, সাদা চিনি হইতে পরহেজ করিবেন। আমি ঐ সকলের মর্ম যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহাতে আমার উচিত হয় যে, সর্বসাধারণের পরহেজগারি অবলম্বন করার জন্য ঐ সকল ব্যবহার করিতে নিষেধ করি। অমুসলমানদের তৈয়ারী মিষ্টান্ন ইত্যাদি না খাওয়া ভাল, কেননা তাহারা যাহা হালাল জানে, তাহা আমাদের জন্য হারাম যেমন: গোবর, চোনা ইত্যাদি।

(৫৩) কেহ জামাতা হইতে মেয়ে আটক রাখিবে না। জামাতার সহিত কোন বিষয়ে বিবাদ হইলে, মেয়ে আটক করা হারাম। কেহ কন্যা ও ভগ্নী ইত্যাদি আটক করিবেন না। যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে তাহা মীমাংসা করিয়া শীঘ্র মেয়ে পাঠাইয়া দিবেন।

(৫৪) নিজ স্ত্রীকে কেহ বাপের বাড়ী বা অন্যত্র ফেলিয়া রাখিয়া কষ্ট দিবেন না। তাহাদিগকে পর্দাতে রাখিয়া তাহাদের হক যথারীতি আদায় করিবে, নচেৎ গোনাহগার হইবে।

(৫৫) কেহ হুক্কা-বিড়ি সিগারেট ব্যবহার করিবেন না। উহা মকরুহ তাহরিমি। মদ, গাঁজা, ভাঙ্গ ও নেশার দ্রব্য সকল হারাম।

(৫৬) গোরস্থানের হেফাজত করিবেন, গোরের উপর দিয়া পথ দিবেন না। গোরস্থানের নিকট পায়খানা-প্রস্রাবের স্থান করিবেন না। করিলে গোনাহগার হইবেন ও বদ্দোয়া প্রাপ্ত হইবেন। যথাসাধ্য গোরের হেফাজত করিবেন।

(৫৭) বৃদ্ধ, পিতামাতার খেদমত করিবেন। তাঁহাদের সন্তুষ্টির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন করিবেন।